গাংনী ও মুজিবনগরে ৪ আসামি গ্রেফতার

গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গরু চোর সন্দেহে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালান। সংশ্লিষ্ট থানার জরুরী বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

নতুন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে দেশের ২৪তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫(১)

অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেছেন। এই নিয়োগ শপথগ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

এর আগে গতকাল সোমবার ওবায়দুল হাসানকে ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ১৯৫৯ সালের ১১ জানুয়ারি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসএস, এমএসএস ও এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের মধ্যে ১৯৮৬ সালে জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন ওবায়দুল হাসান। এরপর ১৯৮৮ সালে হাইকোর্ট বিভাগে এবং ২০০৫ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। তিনি ২০০৯ সালে হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান; এর দুই বছর পর ২০১১ সালে একই পদে স্থায়ী হন। একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ ২০১২ সালের ২৩ মার্চ তিনি সদস্য হিসেবে যোগ দেন। একই বছরের ১৩ ডিসেম্বর তিনি এ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ২০২০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

চুয়াডাঙ্গায় মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গায় হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে এই হত্যা মামলার আসামি ফজলু রহমান ফজলু(৪৫) কে তার শ্বশুর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক

দিকনির্দেশনায় জেলার সকল থানা এলাকায় মাদক বিরোধী, ওয়ারেন্ট তামিলসহ বিভিন্ন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালত থেকে চুয়াডাঙ্গার সদর থানায় গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রাপ্তির এই আসামি।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) মাসুদ রানার সঙ্গীয় অফিসার এএসআই(নিঃ) আরাফাত শেখ তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ আজ মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা সদর পৌর হকপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে মৃত্যুদন্ডে দন্ডপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী চুয়াডাঙ্গার সদর হকপাড়ার ফজলুর রহমান ফজলু(৪৫) তার শ্বশুর সাহেব আলীর বাড়ী থেকে এই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে।

গাংনীর নওপাড়াতে হেরোইন সহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর নওপাড়াতে ৩ গ্রাম হেরোইন সহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ধলা পুলিশ ক্যাম্প। আজ মঙ্গলবার সকালে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার সকালে নওপাড়াতে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে এ এস আই কালাম সহ সঙ্গিও ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক কৃত হলেন, নওপাড়া গ্রামের মোঃ মোফাজ্জেল হকের ছেলে কামরুজ্জামান (কাবু) (৩০) কে আটক করা হয়।

সে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নওপাড়া বিল পাড়াতে পাকুড় তলাতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে, দেহ তল্লাশি করে ৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে তাকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগর উপজেলা সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে ডিসির মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গার নবাগত জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সঙ্গে মতবিনিময় করছেন জীবননগর উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকেরা।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে জীবননগর উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃহাফিজুর রহমান বলেন, দৌলৎগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দর ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। কর্মকর্তারা ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এ স্থলবন্দরের নামে বেতন পেয়েছেন। স্থলবন্দরটি সঙ্গে ভারতীয় দূরত্ব বাংলাদেশের যেকোনো স্থলবন্দরের থেকে কম।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি সম্ভবনাময় জেলা। আমি জীবননগরসহ চুয়াডাঙ্গার চার উপজেলাকে সন্তানের মতো দেখি। আমি জীবননগরে আসার আগে ইউএনওকে দৌলৎগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দরের বিষয়ে সরেজমিনে প্রতিবেদন দিতে বলেছিলাম। ইতিমধ্যে প্রতিবেদন পেয়েছি। আমি দৌলৎগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দর চালুর বিষয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব। তবে এ বিষয়ে আমাদের বন্ধু রাস্ট্র ভারতের আগ্রহ কেমন সেটি জানতে হবে।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম

ঈসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভুমি তিথি মিত্, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ মানুষের আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধানরা।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পুলিশের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা নাশকতা মামলায় উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির সেলিম রেজাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টায় উপজেলার হাটবোয়ালিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত সেলিম রেজা (৬১) উপজেলার হাটবোয়ালিয়া গ্রামের মৃত মহিউদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, সেলিম রেজার বিরুদ্ধে নাশকতার মামলা ছিল। দীর্ঘদিন যাবত তিনি আত্মগোপনে থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছিল না। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার রাতে হাটবোয়ালিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, নাশকতা মামলায় উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির সেলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে পলাতক থাকায় ইতোপূর্বে তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

দর্শনায় ৫২ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ৫২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া দক্ষিন পাড়ার আঃ রবের ছেলে আক্তারুল ইসলাম (৪৫)।

পুলিশ জানায় মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ২ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় ছয়ঘরিয়া গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই শামিম রেজা এএসআই মামুনুর রহমান, এএসআই শেখ আবু হানিফ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে সীমান্তবর্তী ছয়ঘরিয়া গ্রামের আক্তারুল ইসলামের স্বীকারক্তিতে বসত বাড়ীর রান্না ঘরে। পুলিশ রান্না ঘরের ভিতর থেকে প্লাষ্টিকে মোড়ানো ৫২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় এস আই শামীম বাদী হয়ে আক্তারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে

দর্শনায় ২ টি ফার্মেন্সীতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভোক্তা অধিকার অভিযানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধে ও পন্যের গায়ে রেট না থাকার কারনে ২ টি ফার্মেন্সীতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার (১২ সেষ্টম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ

অভিযান চালায় দর্শনা রেল বাজার আলো ফার্মেন্সী ও আবিদ ফার্মেসিতে।

এ সময় ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ, আলো ফার্মেন্সীতে বিভিন্ন প্রকার ঔষধের প্যাকেটে মেয়াদ না থাকা ও ফিজিসিয়ান স্যাপুল বিক্রয়ের অপরাধে দোকানের মালিক আলাউদ্দিন ইউসুফ আলোকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে। পরে আবিদ ফার্মেন্সীতে অভিযান চালিয়ে একই অপরাধে দোকান মালিক সাহাবুর রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক ৩ হাজার টাকা জরিমানা করে। পরে দজনের সতর্ক করে বলেন ঔষধের দাম বেশি নেওয়া যাবেনা। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখা যাবে না এবং ফিজিসিয়ান স্যাপুল বিক্রয় করা যাবে না।

এ অভিযানে দর্শনা থানার এ এস আই সানোয়ার অংশ নেয়।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমিনসহ ৬ নেতাকর্মী আটক

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সংগ্রামী আমীর বিশিষ্ট কর আইনজীবি মোঃ রুহুল আমিনসহ ৬ জনকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ।

আজ সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর দুপুরে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে যাবার সময় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট মোড় থেকে বহনকারী মাইক্রোবাসে থাকা সঙ্গীসহ আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর মোঃ রুহুল আমিন (৪৫), জামায়াতের চুয়াডাঙ্গা পৌর আমীর অ্যাডভোকট হাসিবুর রহমান ইব্রাহিম (৩৯), জামায়াত কর্মী মোঃ মাহসিন আলী (২৬), ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সেক্রটারী হুমায়ন কবির (২৭), দৈনিক সংগ্রামের দামুড়হুদা উপজলা প্রতিনিধি মোঃ মাসুম বিল্লাহ ও

বহনকারী গাড়ীর ড্রাইভার মোঃ মিনারুল ইসলাম (২৯)। এ সময় তারা একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে যাবার জন্য বের হয়েছিল বলে সংগঠন সুত্র জানা গেছে। পুলিশ তাদের আটক করে একটি পুরাতন মামলার পলাতক আসামী হিসাবে সন্ধায় কোর্ট হাজতে প্রেরন করে।

এ দিকে জেলা জামায়াতের আমীর ও তার সঙ্গীদের গ্রেফতারের তীব্র নিদা ও নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের নায়েব আমীর ও সাবেক উপজলা চেয়ারম্যান মাওলানা মো: আজিজুর রহমান ও জেলা সেক্রটারী অ্যাডভোকট মোঃ আসাদুজ্জামান। তারা অবিলম্বে রাজনতিক হয়রানীমূলক এসব মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় ডাকাতি মামলায় ১২ জনের ১০ বছর কারাদন্ড

চুয়াডাঙ্গায় ডাকাতি মামলায় ১২ জনের ১০ বছর করে কারাদন্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সাথে তাদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাস করে কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে চারজনকে।

আজ সোমবার দুপুর ১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মাসুদ আলী আসামীদের উপস্থিতিতে ওই রায় দেন।

কারাদন্ড প্রাপ্তরা হলেন-জীবননগর উপজেলার নিধিকুন্ডু গ্রামের ছোট আলীর ছেলে কবির হোসেন, একই উপজেলার করচাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে সোলেমান হক, একই গ্রামের মেহের আলীর ছেলে বকুল মিয়া, মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেন, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার খাঁ পুরন্দপুর গ্রামের মৃত সোহরাব হোসেনের ছেলে মাসুদ রানা, জীবননগর উপজেলার করচাডাঙ্গা গ্রামের মেহের আলীর ছেলে রহম আলী, একই গ্রামের হযরত আলীর ছেলে আরজ আলী, আখের আলীর ছেলে ফারুক হোসেন, খালেক মিয়ার ছেলে বকুল মিয়া, সীর মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ আলী, আমজাদ হোসেনের ছেলে আব্দুল হান্নান, একই উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের জুলফিকার আলীর ছেলে তবি মিয়া।

এদের মধ্যে পলাতক রয়েছেন আব্দুল হান্নান নামে এক আসামী। বেকসুর খালাস পেয়েছেন-জীবননগর উপজেলার করচাডাঙ্গা গ্রামের মৃত হযরত আলীর ছেলে আখের আলী, একই গ্রামের মৃত হাজারী মন্ডলের ছেলে আব্দুল খালেক, মৃত রহিম মন্ডলের ছেলে হায়দার আলী ও ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের এলাহী বক্সের ছেলে সোহেল রানা।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১০ সালের ৭ এপ্রিল গভীর রাতে জীবননগর উপজেলার নিধিকুন্ডু গ্রামের চান মিয়া ব্যাপারীর ছেলে নুর ইসলামের বাড়িতে হামলা চালিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে অজ্ঞাতনামা ১০-১৫ জন মুখোশধারী ডাকাত দল। এসময় তার ঘরে থাকা স্টিলের বাক্স থেকে নগদ ২৩ হাজার টাকা, বিছানার নিচ থেকে ১১ হাজার ৫০০ টাকা, তার স্ত্রীর কানে থাকা ১০ হাজার টাকা মূল্যের পাঁচ আনা ওজনের একজোড়া স্বর্ণের দুল এবং তার চাচাতো ভাই কবির হোসেনের বাড়ির শো-কেজ থেকে নগদ ৭ হাজার ৩০০ টাকা ডাকাতি করে তারা।
পরে নুরুল ইসলাম বাদী হয়ে ১০-১৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামী করে জীবননগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন । মামলাটি অধিকতর তদন্ত শেষে ২০১১ সালের ১৬ এপ্রিল ১৭ জনকে আসামী করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক মহব্বত আলী। পরে ১৭ জনের মধ্যে ১০ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ দুপুরে ওই রায় ঘোষনা করেন বিচারক।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী গিয়াস উদ্দিন জানান, পলাতক আসামীকে গ্রেফতারে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আসামীপক্ষের আইনজীবী ফজলে রাব্বী বলেন, এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে।